মুক্তধারা

পৌষ সংক্রান্তি ১৩২৮
শান্তিনিকেতন

মুক্তধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী-কার্য্যালয়
২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকব

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সবকার

ব্রাহ্মমিসন প্রেস

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বৈশাখ ১৩২৯

মুক্তধারা

[উত্তরকূট পার্ব্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর-দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আম্র-বাগানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারা ঝরণাকে বাঁধিয়াছেন। এই অসামান্য কীর্ত্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে। ভৈরব-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদল সমস্তদিন স্তবগান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাহারো হাতে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, কাহারো হাতে শঙ্খ, কাহারো ঘণ্টা। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে।]

গান

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,
শঙ্কর শঙ্কর !
জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর
শঙ্কর শঙ্কর !

[সন্ন্যাসীদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। পূজার নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ। উত্তর-কূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল,—

আকাশে ওটা কি গড়ে' তুলেচে ? দেখ্‌তে ভয় লাগে।

নাগরিক

জান না ? বিদেশী বুঝি ? ওটা যন্ত্র।

পথিক

কিসের যন্ত্র ?

নাগরিক

আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে' যেটা তৈরি করছিল, সেটা ঐ ত শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব।

পথিক

যন্ত্রের কাজটা কি ?

নাগরিক

মুক্তধারা ঝরণাকে বেঁধেচে।

পথিক

বাবারে! ওটাকে অসুরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে' দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক

আমাদের প্রাণপুরুষ মজ্‌বুৎ আছে, ভাবনা কোরো না।

পথিক

তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতর সূর্য্যতারা'র সাম্‌নে মেলে রাখ্‌বার জিনিষ নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভাল হ'ত। দেখ্‌তে পাচ্চ না যেন দিন-রাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্চে।

নাগরিক

আজ ভৈরবের আরতি দেখ্‌তে যাবে না ?

পথিক

দেখ্‌ব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই ত এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতর বাধা দেখি নি। হঠাৎ ঐটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠ্‌ল—ও যে অমন করে' মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্দ্ধার মত দেখাচ্চে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্চে না।

[প্রস্থান।

[একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ। একখানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা ঘিরিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে।]

স্ত্রীলোক

সুমন! আমার সুমন! (নাগরিকের প্রতি) বাবা আমার সুমন এখনো ফির্‌লো না। তোমরা ত সবাই ফিরেচ।

নাগরিক

কে তুমি?

স্ত্রীলোক

আমি জনাই গাঁয়ের অম্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার সুমন।

নাগরিক

তার কি হয়েচে বাছা ?

অম্বা

তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেচে।

পথিক

তা হলে মুক্তধারার বাঁধ বাঁধ্‌তে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অম্বা

আমি শুনেচি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ঐ গৌরীশিখরের পশ্চিমে—সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, তার পরে আর পথ দেখ্‌তে পাই নে।

পথিক

কেঁদে কি হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখ্‌তে। আজ আমাদের বড় দিন, তুমিও চল।

অম্বা

না বাবা, সেদিনও ত ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পূজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখ

আমি বলি তোমাকে, আমাদের পূজো বাবার কাছে পৌঁচচ্চে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্চে।

নাগরিক

কে নিচ্চে?

অম্বা

যে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনো ত বুঝ্‌লুম না। সুমন, আমার সুমন, বাবা সুমন! [উভয়ের প্রস্থান।

[উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।]

দূত

যন্ত্ররাজ-বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি

কি তাঁর আদেশ?

দূত

এতকাল ধরে' তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝর্ণাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধ্‌তে লেগেচ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধূলোবালি চাপা পড়্‌ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি

তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েচে।

দূত

শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস কর্‌তেই পারে না, যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েচেন কোনো মানুষ তা বন্ধ কর্‌তে পারে।

বিভূতি

দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েচেন, আমাকে দিয়েচেন জলকে বাঁধ্‌বার শক্তি।

দূত

তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের ক্ষেত—

বিভূতি

চাষের ক্ষেতের কথা কি বল্‌চ?

দূত

সেই ক্ষেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি

বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে' মানুষের বুদ্ধি

যে জন্যে এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভুট্টার ক্ষেত মারা যাবে সে কথা ভাব্‌বার সময় ছিল না।

দূত

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করুচেন এখনো কি ভাব্‌বার সময় হয় নি?

বিভূতি

না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাব্‌চি।

দূত

ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভূতি

না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত

অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি

অভিশাপ! দেখ, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েচি। তারা ত অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত

মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েচে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে ?

দূত

যুবরাজ বল্‌চেন কীর্ত্তি গড়ে' তোল্‌বার গৌরব ত লাভ হয়েচেই, এখন কীর্ত্তি নিজে ভাঙ্‌বার যে আরো বড় গৌরব তাই লাভ কর।

বিভূতি

কীর্ত্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল ; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙ্‌বার অধিকার আর আমার নেই।

দূত

যুবরাজ বল্‌চেন ভাঙ্‌বার অধিকার তিনিই গ্রহণ কর্‌বেন।

বিভূতি

স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন ? তিনি কি আমাদেরই নন ? তিনি কি শিবতরাইয়ের ?

দূত

তিনি বলেন—উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি

যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে বোলো আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আল্‌গা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দূত

ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড় পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যেসব ছিদ্রপথ থাকে সে কারো চোখে পড়ে না।

বিভূতি (চমকিয়া)

ছিদ্র? সে আবার কি? ছিদ্রের কথা তুমি কী জান?

দূত

আমি কি জানি! যাঁর জান্‌বার দরকার তিনি জেনে নেবেন। [দূতের প্রস্থান।

[উত্তরকূটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে। বিভূতিকে দেখিয়া—

১

বাঃ যন্ত্ররাজ, তুমি ত বেশ লোক! কখন ফাঁকি দিয়ে আগে চলে' এসেচ টেরও পাইনি।

২

সে ত ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কখন্ ভিতরে ভিতরে এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে' যায় বোঝাই যায় না। সেই ত আমাদের চবুয়াগাঁয়ের স্যাড়া বিভূতি, আমাদের একসঙ্গেই কৈলেস-গুরুর কানমলা খেলে, আর কখন্ সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এসে এত বড় কাণ্ডটা করে' বস্‌ল।

৩

ওরে গব্‌রু, ঝুড়িটা নিয়ে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বিভূতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি? মালাগুলো বের কর, পরিয়ে দিই।

বিভূতি

থাক্ থাক্ আর নয়।

৩

আর নয় ত কি? যেমন তুমি হটাৎ মস্ত হয়ে উঠেচ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মত হটাৎ লম্বা হয়ে উঠ্‌ত আর উত্তরকূটের সব মানুষে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত তাহলেই ঠিক মানাত।

২

ভাই, হরিশ ঢাকী ত এখনো এসে পৌছল না!

১

বেটা কুঁড়ের সর্দ্দার, ওর পিঠের চাম্‌ড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে তবে—

৩

সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে মজ্‌বুৎ।

৪

মনে করেছিলুম বিশাই সামন্তের রথটা চেয়ে এনে আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন!

৫

ভালই হয়েচে। সামন্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ! পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে।

৩

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ! আমাদের লম্বু এক-একটা কথা বলে ভাল! দশরথ!

৫

সাধে বলি! ছেলের বিয়েতে ঐ রথটা চেয়ে

নিয়েছিলুম। যত চড়েচি তার চেয়ে টেনেচি অনেক বেশি!

৪

এক কাজ কর! বিভূতিকে কাঁধে করে' নিয়ে যাই!

বিভূতি

আরে কর কি! কর কি!

৫

না, না, এই ত চাই। উত্তরকূটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেচ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েচে।

[কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল।]

সকলে

জয় যন্ত্ররাজ বিভূতিব জয়।

গান

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র!
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ
ধ্বংস-বিকট দন্ত।

তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচল-চলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টক দৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।

[বিভূতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল।

[উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

রণজিৎ

শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই ত বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে' বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে' দিলে। কিন্তু মন্ত্রী তোমার ত তেমন উৎসাহ দেখ্‌চিনে। ঈর্ষা?

মন্ত্রী

ক্ষমা করবেন, মহারাজ। খন্তা কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মানুষের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম, তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

রণজিৎ

তাতে ফল হল কি? দুবছর খাজনা বাকি। এমনতর দুর্ভিক্ষ ত সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে' রাজার প্রাপ্য ত বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী

খাজনার চেয়ে দুর্মূল্য জিনিষ আদায় হচ্ছিল, এমন সময় তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্য্যে ছোটদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে।

রণজিৎ

তোমার মন্ত্রণার সুর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেচ উপরে চড়ে' বসে' নীচে চাপ দেওয়া সহজ, আর

বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।—এ কথা বল নি?

মন্ত্রী

বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার মন্ত্রণা সমযোচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন—

রণজিৎ

যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।

মন্ত্রী

কেন মহারাজ?

রণজিৎ

যে প্রজারা দূরের লোক, তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী

মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভুলচেন। কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে, তিনি হয়ত কোন সূত্রে জান্‌তে পেরেচেন যে তাঁর জন্ম রাজ-

বাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার ঝরণাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেচে। তাই তাঁকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে--

রণজিৎ

তা ত জানি—ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝরণা-তলায় গিয়ে শুয়ে থাক্‌ত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হয়েচে অভিজিৎ, এখানে কেন?" ও বল্‌লে, "এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই।"

মন্ত্রী

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "তোমার কি হয়েচে যুবরাজ? রাজবাড়ীতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখ্‌তে পাইনে কেন?" তিনি বল্লেন, "আমি পৃথিবীতে এসেচি পথ কাট্‌বার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এ[illegible] পৌঁচেচে।"

রণজিৎ

ঐ ছেলের যে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাচ্চে।

মন্ত্রী

যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী।

রণজিৎ

ভুল করেচেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলি আমার ক্ষতি হচ্চে। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজন্যে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসঙ্কটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে। উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠ্‌বে যে।

মন্ত্রী

অল্প বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিৎ

কিন্তু এ যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিবতরাইয়ের ঐ যে ধনঞ্জয় বৈরাগীটা প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কণ্ঠীসুদ্ধ তার কণ্ঠটা চেপে ধর্‌তে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

মন্ত্রী

মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ কর্‌তে সাহস করিনে। কিন্তু জানেন ত এমন সব দুর্য্যোগ আছে যাকে আট্‌কে রাখার চেয়ে ছাড়া রাখাই নিরাপদ।

রণজিৎ

আচ্ছা সেজন্যে চিন্তা কোরো না।

মন্ত্রী

আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা করতে বলি।

[প্রতিহারীর প্রবেশ।]

প্রতিহারী

মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদূরে।

[প্রস্থান।

রণজিৎ

ঐ আর-একজন। অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্চে কুঁজো মানুষের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দুঃখ।—ও কিসের শব্দ?

মন্ত্রী

ভৈরবপন্থীর দল মন্দির প্রদক্ষিণে বেরিয়েচে।

[ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান—

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর।

বজ্রঘোষ-বাণী,

রুদ্র, শূলপাণি,

মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর

শঙ্কর শঙ্কর।

[প্রস্থান।

[রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন। তাঁর শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ।]

রণজিৎ

প্রণাম! খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিনি।

বিশ্বজিৎ

উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন এই কথা জানাতে এসেচি।

রণজিৎ

তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ

কি নিয়ে মহোৎসব? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্চেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ

শত্রু দমনের জন্যে।

বিশ্বজিৎ

মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ

যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েচেন। ভৃঙ্গার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে' তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ

তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রণজিৎ

খুড়া মহারাজ, তুমি পরের পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিৎ নিজের রাজ্যকে নিজের বলে' গ্রহণ করতে পারচে না।

বিশ্বজিৎ

আমার শিক্ষায়? একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলেম না? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্ব্বনাশ করে' সে বিদ্রোহ আমি

দমন করিনি? শেষে কখন ঐ বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল—আলোর মত এল। অন্ধকারে না দেখ্‌তে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে' দেখ্‌তে পেলুম। রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ঐ উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আট্‌কে রাখ্‌তে চাও?

রণজিৎ

মুক্তধারার ঝরণাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল একথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেচ বুঝি?

বিশ্বজিৎ

হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধূলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কি দেখ্‌চ, ভাই?" সে বল্‌লে, "যেসব পথ এখনো কাটা হয়নি ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখ্‌তে পাচ্চি—দূরকে নিকট করবার পথ।" শুনে তখনি মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন্ ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেচে, ওকে ধরে' রাখ্‌বে কে? আর থাক্‌তে পারলুম না, ওকে বল্‌লুম, "ভাই,

তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন,—ঘরের শঙ্খ তোমাকে ঘরে ডাকে নি।"

রণজিৎ

এতক্ষণে বুঝ্‌লুম।

বিশ্বজিৎ

কি বুঝ্‌লে?

রণজিৎ

এই কথা শুনেই উত্তরকূটের রাজগৃহ থেকে অভিজিতের মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেচে। সেইটেই স্পর্দ্ধা করে' দেখাবার জন্যে নন্দিসঙ্কটের পথ সে খুলে দিয়েচে।

বিশ্বজিৎ

ক্ষতি কি হয়েচে? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই—যেমন উত্তরকূটের তেমনি শিবতরাইয়ের।

রণজিৎ

খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল ধৈর্য্য রেখেচি। কিন্তু আর নয়, স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে' যাও।

বিশ্বজিৎ

আমি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য কর্‌ব। [প্রস্থান।

অম্বার প্রবেশ (রাজার প্রতি)

ওগো তোমরা কে? সূর্য্য ত অস্ত যায়—আমার সুমন ত এখনো ফির্‌ল না।

রণজিৎ

তুমি কে?

অম্বা

আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? সুমন কি তবে এখনো চলেচে, কেবলি চলেচে, পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে সূর্য্য ডুব্‌চে, আলো ডুব্‌চে, সব ডুব্‌চে?

রণজিৎ

মন্ত্রী, এ বুঝি—

মন্ত্রী

হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিৎ (অম্বাকে)

তুমি খেদ কোরো না। আমি জানি, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েচে।

অম্বা

তাই যদি সত্যি হবে তাহলে সে-দান সন্ধে-বেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিৎ

দেবে এনে। সেই সন্ধে এখনো আসে নি।

অম্বা

তোমার কথা সত্যি হোক্, বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব। সুমন!

[প্রস্থান।

[একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল।]

গুরু

খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখ্‌চি। খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর!

ছাত্রগণ

জয় রাজরা—

গুরু

(হাতের কাছে দুই একটা ছেলেকে থাব্‌ড়া মারিয়া)

—জেশ্বর!

ছাত্রগণ

ঈশ্বর।

গুরু

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ

শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু (ঠেলা মারিয়া)

পাঁচবার।

ছাত্রগণ

পাঁচবার।

গুরু

লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী —

গুরু

উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ

উত্তরকূটা—

গুরু

—ধিপতির

ছাত্রগণ

ধিপতিব—

গুরু

জয়।

ছাত্রগণ

জয়।

রণজিৎ

তোমরা কোথায় যাচ্চ ?

গুরু

আমাদেব যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্চি আনন্দ করতে। যাতে উত্তর-কূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তাব কোন উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাইনে।

রণজিৎ

বিভূতি কি করেচে এরা সবাই জানে ত ?

ছেলেরা (লাফাইয়া হাততালি দিয়া)

জানি, শিবতরাইয়েব খাবাব জল বন্ধ করে দিয়েচেন।

রণজিৎ

কেন দিয়েচেন ?

ছেলেরা (উৎসাহে)

ওদের জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ

কেন জব্দ করা ?

ছেলেরা

ওরা যে খারাপ-লোক !

রণজিৎ

কেন খারাপ ?

ছেলেরা

ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিৎ

কেন খারাপ তা জান না ?

গুরু

জানে বই কি, মহারাজ। কি রে, তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস্ নি—ওদের ধর্ম্ম খুব খারাপ—

ছেলেরা

হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম্ম খুব খারাপ।

গুরু

আর ওরা আমাদের মত—কি বল্ না—(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা

নাক উঁচু নয়।

গুরু

আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য্য কি প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উঁচু থাক্‌লে কি হয়?

ছেলেরা

খুব বড জাত হয়।

গুরু

তারা কি করে? বল্ না—পৃথিবীতে—বল্—তারা ই নকলের উপর জয়ী হয়, না?

ছেলেরা

হাঁ, জয়ী হয়।

গুরু

উত্তরকূটের মানুষ কোনো দিন যুদ্ধে হেরেচে জানিস্?

ছেলেরা

কোনো দিনই না।

গুরু

আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্‌জিৎ দু শো তেরো জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত শো দক্ষিণী বর্ব্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা

হাঁ দিয়েছিলেন।

গুরু

নিশ্চয়ই জান্‌বেন, মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠ্‌বে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কত বড় দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলিনে। আমরাই ত মানুষ তৈরী করে' দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কি পান আর আমরাই বা কি পাই তুলনা করে' দেখ্‌বেন।

মন্ত্রী

কিন্তু ঐ ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু

বড় সুন্দর বলেচেন, মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার! আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড় দুর্মূল্য—এই দেখেন না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী

আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমশায় প্রস্থান করিল।

রণজিৎ

তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, গব্যঘৃতই আছে।

মন্ত্রী

পঞ্চগব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এইসব মানুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেচে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনিটি করে' চলেচে। বুদ্ধি বেশি থাক্‌লে কাজ কলের মত চলে না।

রণজিৎ

মন্ত্রী, ওটা কি, আকাশে?

মন্ত্রী

মহারাজ, ভুলে যাচ্চেন, ওটাই ত বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ

এমন স্পষ্ট ত কোনো দিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী

আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেচে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্চে।

রণজিৎ

দেখেচ, ওর পিছন থেকে সূর্য্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেচেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মত দেখাচ্চে। অতটা বেশি উঁচু করে' তোলা ভাল হয় নি।

মন্ত্রী

আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েচে মনে হচ্চে।

রণজিৎ

এখন মন্দিরে যাবার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান

[উত্তরকূটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ]

১

দেখ্‌লি ত, আজকাল বিভূতি আমাদের কি রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ও যে আমাদের মধ্যেই মানুষ সে কথাটাকে চামড়া থেকে ঘসে' ফেল্‌তে চায়। একদিন বুঝ্‌তে পার্‌বেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড় হয়ে উঠ্‌লে ভাল হয় না।

২

তা যা বলিস, ভাই, বিভূতি উত্তরকূটের নাম রেখেচে বটে।

১

আরে রেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচিস। ঐ যে বাঁধটি বাঁধ্‌তে ওর জিব বেরিয়ে পড়েচে ওটা কিছু না হবে ত দশবার ভেঙেচে।

৩

আবার যে ভাঙ্‌বে না তাই বা কে জানে?

১

দেখেচিস্‌ ত বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা?

২

কেন, কেন, কি হয়েচে?

১

কি হয়েচে? এটা জানিসনে? যে দেখচে সেই ত বল্‌চে—

২

কি বল্‌চে ভাই?

১

কি বল্‌চে? ন্যাকা নাকি রে? এও আবার জিগ্‌গেস্‌ কর্‌তে হয় নাকি? আগাগোড়াই—সে আর কি বল্‌ব।

২

তবু ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বল্‌ না—

১

রঞ্জন, তুই অবাক করলি। একটু সবুর কর্ না, পষ্ট বুঝ্‌বি হঠাৎ যখন একেবারে—

২

সর্ব্বনাশ। বলিস কি দাদা? হঠাৎ একেবারে?

১

হাঁ ভাই, ঝগ্‌ড়ুর কাছে শুনে নিস্। সে নিজে মেপে জুখে দেখে এসেচে।

২

ঝগ্‌ড়ুর ঐ গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে' বসে।

৩

আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা কিছু বিদ্যে সব—

১

আমি নিজে জানি বেঙ্কটবর্ম্মার কাছ থেকে চুরি। হাঁ, সে ছিল বটে গুণীর মত গুণী—কত বড় মাথা—ওরে বাস্‌রে! অথচ বিভূতি পায় শিরোপা, আর সে গরীব না খেতে পেয়েই মারা গেল!

৩

শুধুই কি না খেতে পেয়ে ?

১

আরে না। খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কি খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কি ? আবার কে কোন্ দিক থেকে—নিন্দুকের ত অভাব নেই ? এ দেশের মানুষ যে কেউ কারো ভালো সইতে পারে না।

২

তা তোরা যাই বলিস লোকটা কিন্তু—

১

আহা, তা হবে না কেন ?. কোন্ মাটিতে ওর জন্ম, বুঝে দেখ্! ঐ চবুয়া গাঁয়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তার নাম শুনেচিস্ ত ?

২

আরে বাস্‌রে ! তাঁর নাম উত্তরকূটের কে না জানে ? তিনি ত সেই—ঐ যে কি বলে—

১

হাঁ, হাঁ, ভাস্কর। নস্যি তৈরি করার এত বড় ওস্তাদ এ মুল্লুকে হয় নি। তাঁর হাতের নস্যি না হলে রাজা শত্রুজিতের একদিনও চল্‌ত না।

৩

সেসব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল। আমরা হলুম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক—আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অন্য কথা। আর আমরাই ত বস্‌ব তার ডাইনে।

নেপথ্যে

যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।

২

ঐ শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েচে।

[বটুকের প্রবেশ, গায়ে ছেঁড়া কম্বল,
হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উস্কোখুস্কো।]

১

কি বটু, যাচ্চ কোথায়?

বটু

সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকৃতে ফিরে যাও।

২

কেন বল ত?

বটু

বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে' নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না।

৩

বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো ?

বটু

তৃষ্ণা, তৃষ্ণা দানবীর কাছে।

২

সে আবার কে ?

বটু

সে যত খায় তত চায়—তার শুষ্ক রসনা ঘি-খাওয়া আগুনের শিখার মত কেবলি বেড়ে চলে।

১

পাগলা ! আমরা ত যাচ্চি উত্তর-ভৈরবের মন্দিরে, সেখানে তৃষ্ণা দানবী কোথায় ?

বটু

খবর পাওনি ? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেচে। তৃষ্ণা বস্‌বে বেদীতে।

২

চুপ্ চুপ্ পাগ্‌লা ! এসব কথা শুন্‌লে উত্তরকূটের মানুষ তোকে কুটে ফেল্‌বে।

বটু

তারা ত আমার গায়ে ধুলো দিচ্চে, ছেলেরা মার্‌চে

চেলা। সবাই বলে তোর নাতী দুটো প্রাণ দিয়েচে সে তাদের সৌভাগ্য।

১

তারা ত মিথ্যে বলে না।

বটু

বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড় ক্ষতি সইবেন কেন? বাবা, সাবধান, যেয়োনা ও পথে। [প্রস্থান।

২

দেখ, দাদা, আমার গায়ে কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে।

১

রঞ্জু, তুই বেজায় ভীতু। চল্‌ চল্‌।

[সকলের প্রস্থান।

[যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ]

সঞ্জয়

বুঝ্‌তে পার্‌চিনে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্চ?

অভিজিৎ

সব কথা তুমি বুঝ্‌বে না। আমার জীবনের স্রোত

রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে' যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেচি।

সঞ্জয়

কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখ্‌চি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আল্‌গা হয়ে আস্‌ছিল। আজ কি সেটা ছিঁড্‌ল?

অভিজিৎ

ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্য্যাস্তের মূর্ত্তি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেচে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য্য আকাশে এঁকে দিলে।

সঞ্জয়

দেখ্‌চ না, যুবরাজ, ঐ যন্ত্রের চূড়াটা সূর্য্যাস্ত মেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন উড়ন্ত পাখীর বুকে বাণ বিঁধেচে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে' যাচ্চে। আমার এ ভালো লাগ্‌চে না। এখন বিশ্রামের সময় এল। চল, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ

যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে?

সঞ্জয়

রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে সে কথা তুমি কি করে' বুঝ্‌লে ?

অভিজিৎ

বুঝ্‌লুম, যখন শোনা গেল মুক্তধারায় ওরা বাঁধ বেঁধেচে।

সঞ্জয়

তোমার এ কথাব অর্থ আমি পাইনে।

অভিজিৎ

মানুষের ভিতরকাব রহস্য বিধাতা বাইবের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন, আমাব অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তাবই পায়ে ওরা যখন লোহাব বেড়ি পরিযে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝ্‌তে পার্‌লুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেবির্যেচি তারই পথ খুলে দেবাব জন্যে।

সঞ্জয়

যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী কবে' নাও।

অভিজিৎ

না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের কর্‌তে হবে। আমাব পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করুব।

সঞ্জয়

তুমি অত কঠোর হোয়ো না, আমাকে বাজ্‌চে।

অভিজিৎ

তুমি আমার হৃদয় জানো, সেইজন্যে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে বুঝ্‌বে।

সঞ্জয়

কোথায় তোমার ডাক পড়েচে তুমি চলেচ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন কর্‌তে চাইনে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধে হয়ে এসেচে, রাজবাড়িতে ঐ যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধর্‌লে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাক্‌তে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ

ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়

সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে ত সেদিন তার সাম্‌নে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক্‌ হয়েছিলে? তুমি জাগ্‌বার আগেই কোন্‌ ভোরে ঐ পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জান্‌তে দেয় নি সে কে—কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে কর্‌বার নেই? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেচে,

কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়্চে না ?

অভিজিৎ

পড়্চে বই কি। সেইজন্যেই সইতে পাচ্চিনে ঐ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে' দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করচে। স্বর্গকে ভালো লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করিনে।

সঞ্জয়

গোধূলির আলোটি ঐ নীল পাহাড়ের উপরে মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছে—এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্ত্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁচচ্চে না ?

অভিজিৎ

হাঁ, পৌঁচচ্চে। আমারও বুক কান্নায় ভরে' রয়েচে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে।—চেয়ে দেখ ঐ পাখী দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে' আছে, ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে, কিন্তু ও যে এই সূর্য্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে' চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজ্‌চে,

সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেচে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

[বটুর প্রবেশ]

বটু

যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে।

অভিজিৎ

কি হয়েচে, বটু, তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়্‌চে যে।

বটু

আমি সকলকে সাবধান কর্‌তে বেরিয়েছিলুম, বল্‌ছিলুম, "যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাও।"

অভিজিৎ

কেন, কি হয়েচে?

বটু

জান না, যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা কর্‌বে। মানুষ-বলি চায়।

সঞ্জয়

সে কি কথা?

বটু

সেই বেদী গাঁথ্‌বার সময় আমার দুই নাতীর রক্ত

ঢেলে দিয়েচে। মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে' যাবে। কিন্তু এখনো ত ভাঙল না, ভৈরব ত জাগ্‌লেন না।

অভিজিৎ

ভাঙ্‌বে। সময় এসেচে।

বটু (কাছে আসিয়া চুপে চুপে)

তবে শুনেচ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেচ

অভিজিৎ

শুনেচি।

বটু

সর্ব্বনাশ। তবে ত তোমার নিষ্কৃতি নেই?

অভিজিৎ

না, নেই।

বটু

এই দেখ্‌চ না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়্‌চে, সর্ব্বাঙ্গে ধুলো। সইতে পার্‌বে কি, যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে?

অভিজিৎ

ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু

চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন লোক যখন ধিক্কার দেবে?

অভিজিৎ

সইতেই হবে।

বটু

তাহলে ভয় নেই।

অভিজিৎ

না ভয় নেই।

বটু

বেশ বেশ। তাহলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ঐ পথে। ভৈরব আমার কপালে এই যে রক্ততিলক এঁকে দিয়েচেন তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পারবে। [বটুর প্রস্থান।

[রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ]

উদ্ধব

নন্দিসঙ্কটের পথ কেন খুলে দিলে, যুবরাজ?

অভিজিৎ

শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

উদ্ধব

মহারাজ ত তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত, তাঁর ত দয়ামায়া আছে।

অভিজিৎ

ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে' বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েচি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখ্‌তে পারিনে।

উদ্ধব

মহারাজ বলেন, নন্দিসঙ্কটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরকূটের ভোজনপাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েচ।

অভিজিৎ

চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাক্‌বার দুর্গতি থেকে উত্তরকূটকে মুক্তি দিয়েচি।

উদ্ধব

দুঃসাহসের কাজ করেচ। মহারাজ খবর পেয়েচেন এর বেশি আর কিছু বল্‌তে পার্‌ব না। যদি পার ত এখনি চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়।

[উদ্ধবের প্রস্থান।

[অম্বার প্রবেশ]

অম্বা

সুমন ! বাবা সুমন ! যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি ?

অভিজিৎ

তোমার ছেলেকে নিয়ে গেচে ?

অম্বা

হাঁ, ঐ পশ্চিমে, যেখানে সূর্য্যি ডোবে, যেখানে দিন ফুরোয়।

অভিজিৎ

ঐ পথেই আমি যাব।

অম্বা

তাহলে দুঃখিনীর একটা কথা রেখো—যখন তার দেখা পাবে, বোলো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিৎ

বল্‌ব।

অম্বা

বাবা, তুমি চিরজীবী হও। সুমন, আমার সুমন !

[প্রস্থান।

[ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,

জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।

জয় সংশয়-ভেদন জয় বন্ধন-ছেদন

জয় সংকট-সংহর,

শঙ্কর, শঙ্কর !

[প্রস্থান।

[সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ]

বিজয়পাল

যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন। মহারাজের কাছ থেকে আসচি।

অভিজিৎ

কি তাঁর আদেশ ?

বিজয়পাল

গোপনে বল্‌ব।

সঞ্জয় (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া)

গোপন কেন ? আমার কাছেও গোপন ?

বিজয়পাল

সেই ত আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়

আমিও সঙ্গে যাব।

বিজয়পাল

মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়

আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

[অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল।

[বাউলের প্রবেশ—

গান

ও ত আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে!
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী
কূলে আর ভিড়বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে,
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে।

[প্রস্থান।

[ফুলওয়ালীর প্রবেশ]

ফুলওয়ালী

বাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে?

সঞ্জয়

কেন, তাকে তোমার কি প্রয়োজন ?

ফুলওয়ালী

আমি বিদেশী, দেওতলী থেকে আস্‌চি। শুনেচি উত্তরকূটের সবাই তাঁর পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি কর্‌চে। সাধুপুরুষ বুঝি ? বাবার দর্শন কর্‌ব বলে' নিজের মালঞ্চের ফুল এনেচি।

সঞ্জয়

সাধুপুরুষ না হোক্, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।

ফুলওয়ালী

কি কাজ করেচেন তিনি ?

সঞ্জয়

আমাদের ঝর্‌ণাটাকে বেঁধেচেন।

ফুলওয়ালী

তাই পূজো ? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে ?

সঞ্জয়

না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়্‌বে।

ফুলওয়ালী

তাই পুষ্পবৃষ্টি ? বুঝ্‌লুম না।

সঞ্জয়

না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট কোরো না, ফিরে যাও!—শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ঐ শ্বেতপদ্মটি বেচ্‌বে?

ফুলওয়ালী

সাধুকে দেব মনন করে' যে ফুল এনেছিলুম সে ত বেচ্‌তে পারব না।

সঞ্জয়

আমি যে-সাধুকে সব-চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।

ফুলওয়ালী

তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। বোলো আমি দেওতলীর দুখ্‌নী ফুলওয়ালী। [প্রস্থান।

[বিজয়পালের প্রবেশ]

সঞ্জয়

দাদা কোথায়?

বিজয়পাল

শিবিরে তিনি বন্দী।

সঞ্জয়

যুবরাজ বন্দী! এ কি স্পর্দ্ধা!

বিজয়পাল

এই দেখ মহারাজের আদেশপত্র।

সঞ্জয়

এ কার ষড়যন্ত্র? তাঁর কাছে আমাকে একবার যেতে দাও।

বিজয়পাল

ক্ষমা কর্‌বেন।

সঞ্জয়

আমাকেও বন্দী কর, আমি বিদ্রোহী।

বিজয়পাল

আদেশ নেই।

সঞ্জয়

আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনি চল্লুম। (কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজয়পাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে' দাদাকে দিয়ো। [উভয়ের প্রস্থান।

শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয়ের প্রবেশ *

গান

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।

* এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ "প্রায়শ্চিত্ত" নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্ব্বে লিখিত।

মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ঐ পারেতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে।
পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়—
আমি অভয়মনে ছাড়্‌ব তরী
এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে জানি জানি
পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল
তোমার করুণ পায়ে।

[শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ]

ধনঞ্জয়

একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কি হয়েছে?

১

প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার ত সহ্য হয় না। সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরো অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয়

ওরে আজো মারকে জিৎতে পার্‌লি নে? আজো লাগে?

২

রাজার দেউড়িতে ধরে' নিয়ে মার! বড় অপমান!

ধনঞ্জয়

তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস্‌নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছবে না।

[গণেশসর্দ্দারের প্রবেশ]

গণেশ

আর সহ্য হয় না, হাত দুটো নিশপিশ করচে।

ধনঞ্জয়

তাহলে হাত দুটো বেহাত হয়েচে বল্।

গণেশ

ঠাকুর, একবার হুকুম কর ঐ ষণ্ডামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়

মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস্‌নে? জোর

বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে' রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।

৪

তাহলে কি করতে বল?

ধনঞ্জয়

মার জিনিষটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।

৩

সেটা কি করে' হবে, প্রভু?

ধনঞ্জয়

মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগচে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২

লাগচে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়

আসল মানুষটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে' মরে। হাঁ করে' রইলি যে? কথাটা বুঝলি নে?

২

তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।

ধনঞ্জয়

তাহলেই সর্ব্বনাশ হয়েচে।

গণেশ

কথা বুঝ্‌তে সময় লাগে, সে তর্ সয় না; তোমাকে বুঝে নিয়েচি, তাতেই সকাল-সকাল তরে' যাব।

ধনঞ্জয়

তার পরে বিকেল যখন হবে! তখন দেখ্‌বি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেচে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে' না যদি বুঝিস্ ত মজ্‌বি।

গণেশ

ও কথা বোলো না, ঠাকুর! তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েচি তখন যে করে' হোক্ বুঝেচি।

ধনঞ্জয়

বুঝিস্ নি যে তা আর বুঝ্‌তে বাকি নেই। তোদের চোখ রয়েচে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে স্বর বেরল না। একটু স্বর ধরিয়ে দেব?

গান

আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো !
এম্‌নি করেই মারো, মারো !

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মার্‌তে নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই ;
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্‌তে চলেছি। বল্‌তে চাই, "মার আমায় বাজে কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।" যে ডরে কিম্বা ডর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগতে পার্‌ব না।

এবার যা কর্‌বার তা সারো, সারো,
আমিই হারি, কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো !

সকলে

সাবাস্‌, ঠাকুর, তাই সই !—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো !

২

কিন্তু তুমি কোথায় চলেচ, বল ত?

ধনঞ্জয়

রাজার উৎসবে।

৩

ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা কি দাঁড়ায় বলা যায় কি? সেখানে কি কর্‌তে যাবে?

ধনঞ্জয়

রাজসভায় নাম রেখে আস্‌ব।

৪

রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না, না, সে হবে না!

ধনঞ্জয়

হবে না কি রে? খুব হবে, পেট ভরে' হবে।

১

রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্জয়

তোরা যে মনে মনে মার্‌তে চাস্ তাই ভয় করিস্, আমি মার্‌তে চাইনে তাই ভয় করিনে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কাম্‌ড়ে লেগে থাকে।

২

আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

৩

রাজার কাছে দর্‌বার কর্‌ব।

ধনঞ্জয়

কি চাইবি রে?

৩

চাইবার ত আছে ঢের, দেয় তবে ত?

ধনঞ্জয়

রাজত্ব চাইবি নে?

৩

ঠাট্টা কর্‌চ, ঠাকুর?

ধনঞ্জয়

ঠাট্টা কেন কর্‌ব? এক পায়ে চলার মত কি দুঃখ আছে? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চম্‌কে উঠ্‌তে পারিস্ কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবী কর্‌তে হবে।

২

যখন তাড়া লাগাবে?

ধনঞ্জয়

রাজদরবারের উপরতলার মানুষ যখন নালিশ মঞ্জুর করেন তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে।

গান

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বল্‌ব, বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে' না চিন্‌বি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবী খাট্‌বে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও ত বুক-ফুলিয়ে বস্‌বার জায়গা নয়, হাত-জোড় করে' বসা চাই।

দ্বারী মোদের চেনে না যে,
বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,
লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

দ্বারী কি সাধে চেনে না? ধূলোয় ধূলোয় কপালের রাজটীকা যে মিলিয়ে এসেচে। ভিতরে বশ মান্‌ল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছুট্‌বি? রাজা হলেই রাজাসনে বসে, রাজাসনে বস্‌লেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েচ আপন হাতে

মান দিয়েচ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধূলোতে ঢেকে ঢেকে।

১

যাই বল, বাজদুয়োবে কেন যে চলেচ বুঝতে পারলুম না।

ধনঞ্জয়

কেন, বলব ? মনে বড় ধোঁকা লেগেচে।

১

সে কি কথা ?

ধনঞ্জয়

তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরচিস্ তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্চে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেচি সেইখানে, যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১

কিন্তু রাজা তোমাকে ত সহজে ছাড়বে না।

ধনঞ্জয়

ছাড়্‌বে কেন রে! যদি আমাকে বাঁধ্‌তে পারে তাহলে আর ভাবনা রইল কি ?

গান

আমাকে যে বাঁধ্‌বে ধরে' এই হবে যা'র সাধন,
সে কি অম্‌নি হবে ?
আমার কাছে পড়্‌লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,
সে কি অম্‌নি হবে ?
কে আমারে ভরসা করে আন্‌তে আপন বশে ?
সে কি অম্‌নি হবে ?
আপনাকে সে করুক না বশ, মজুক্ প্রেমের বসে,
সে কি অম্‌নি হবে ?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অম্‌নি হবে ?

২

কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পার্‌ব না।

ধনঞ্জয়

আমার এই গা বিকিয়েছি যাঁর পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোদেরও সইবে।

১

আচ্ছা, চল ঠাকুর, শুনে আসি, শুনিয়ে আসি, তার পরে কপালে যা থাকে।

ধনঞ্জয়

তবে তোরা এইখানে বোস্, এ জায়গায় কখনো আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

১

দেখ্‌চিস্, ভাই, কি চেহারা ঐ উত্তরকূটের মানুষগুলোর? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়্‌তে সুরু করেছিলেন শেষ করে' উঠ্‌তে ফুরসৎ পান নি।

২

আর দেখেচিস্ ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরার ধরণটা?

৩

যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেচে, একটুখানি পাছে লোক্‌সান হয়।

১

ওরা মজুরী কর্‌বার জন্যেই জন্ম নিয়েচে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।

২

ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শাস্তর তার মধ্যে আছে কি ?

১

কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দেখিস্ নি তার অক্ষরগুলো উই-পোকার মত।

২

উইপোকাই ত বটে ! ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে সেখানে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে।

৩

আর গড়ে' তোলে মাটির ঢিবি।

১

ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।

২

পাপ, পাপ ! আমাদের গুরু বলে ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস ?

৩

কেন বল ত ?

২

তা জানিস্ নে ? সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড়

থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্ব্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দ্দমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ—অপবিত্র।

৩

এ তুই কোথায় পেলি?

২

স্বয়ং গুরু বলে' দিয়েচেন।

৩

(উদ্দেশে প্রণাম করিয়া)

গুরু, তুমিই সত্য!

[উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ]

উ ১

আর সব হল ভাল, কিন্তু কামারের ছেলে বিভূতিকে রাজা একেবারে ক্ষত্রিয় করে' নিলে, সেটা ত—

উ ২

ওসব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে পড়ে' নেব। এখন বল্, জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ৩

ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে যে মিলিয়েচে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ১

ও ভাই, ঐ যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।

উ ২

কি করে' বুঝ্‌লি?

উ ১

কান-ঢাকা টুপি দেখ্‌ছিস্ নে? কিরকম অদ্ভুত দেখ্‌তে? যেন উপর থেকে থাব্‌ড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে' দিয়েচে।

উ ২

আচ্ছা, এত দেশ থাক্‌তে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম?

উ ১

কানের উপর বাঁধ বেঁধেচে বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়!

(সকলের হাস্য)

উ ৩

তাই? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

(হাস্য)

উ ১

পাছে উত্তরকূটের কানমলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে (হাস্য)। ওরে শিবতরাইয়ের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হয়েচে কি রে?

উ ৩

জানিস্ নে আজ আমাদের বড় দিন। বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

উ ১

চুপ করে' রইলি যে? গলা বুজে গেছে? টুঁটি চেপে না ধর্‌লে আওযাজ বেরবে না বুঝি? বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

গণেশ

কেন বিভূতির জয়? কি করেচে সে?

উ ১

বলে কি? কি করেচে? এত বড় খবরটা এখনো পৌঁছয় নি? কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখ্‌লি ত?

উ ৩

তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে; সে দয়া না কর্‌লে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মত শুকিয়ে মরে' যাবি।

শি ২

পিপাসার জল বিভূতির হাতে? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি?

উ ২

দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।

শি ১

দেবতার কাজ! তার একটা নমুনা দেখি ত?

উ ১

ঐ যে মুক্তধারার বাঁধ।

(শিবতরাইয়ের সকলের উচ্চহাস্য)

উ ১

এটা কি তোরা ঠাট্টা ঠাউরেচিস্?

গণেশ

ঠাট্টা নয়? মুক্তধারা বাঁধবে? ভৈরব স্বহস্তে যা দিয়েচেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে?

উ ১

স্বচক্ষে দেখ্না, ঐ আকাশে।

শি ১

বাপ্রে! ওটা কি রে?

শি ২

যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মার্‌তে যাচ্চে।

উ ১

ঐ ফড়িঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আট্‌কেচে।

গণেশ

রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্ দিন বল্‌বে ঐ ফড়িঙের ডানায় বসে' তোমাদের কামারের পো চাঁদ ধর্‌তে বেরিয়েচে।

উ ১

ঐ দেখ, কান ঢাকার গুণ! ওরা শুনেও শুন্‌বে না তাই ত মরে!

শি ১

আমরা মরেও মর্‌ব না পণ করেচি।

উ ৩

বেশ করেচ, বাঁচাবে কে?

গণেশ

আমাদের দেবতাকে দেখনি? প্রত্যক্ষ দেবতা? আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর? তার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে।

উ ৩

কানঢাকারা বলে কি? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[উত্তরকূটের দলের প্রস্থান।

[ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

ধনঞ্জয়

কি বলছিলি রে বোকা? আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার? তাহলে ত সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েচিস্।

গণেশ

উত্তরকূটের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভূতি মুক্তধারার বাঁধ বেঁধেচে।

ধনঞ্জয়

বাঁধ বেঁধেচে, বল্‌লে?

গণেশ

হাঁ, ঠাকুর।

ধনঞ্জয়

সব কথাটা শুন্‌লিনে বুঝি?

গণেশ

ও কি শোন্‌বার কথা? হেসে উড়িয়ে দিলুম।

ধনঞ্জয়

তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিম্মায় রেখেচিস ? তোদের সবার শোনা আমাকেই শুন্‌তে হবে ?

শি ৩

ওর মধ্যে শোন্‌বার আছে কি, ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়

বলিস্ কি রে ? যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা ? তা সে অন্তরেই হোক্ আর বাইরেই হোক্।

গণেশ

ঠাকুর, তাই বলে' আমাদের পিপাসার জল আট্‌কাবে ?

ধনঞ্জয়

সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোরা বোস্, আমি সন্ধান নিয়ে আসিগে। জগৎটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আস্‌বে।

[ধনঞ্জয়ের প্রস্থান।

[শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ]

শি ৩

এ কি বিষণ যে! খবর কি ?

বিষণ

যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেচে, তাকে সেখানে আর রাখবে না।

সকলে

সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ

কি কর্‌বি ?

সকলে

ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ

কি করে' ?

সকলে

জোর করে'।

বিষণ

রাজার সঙ্গে পার্‌বি ?

সকলে

রাজাকে মানিনে।

[রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ]

রণজিৎ

কাকে মানিসনে ?

সকলে

প্রণাম।

গণেশ

তোমার কাছে দরবার করতে এসেচি

রণজিৎ

কিসের দরবার ?

সকলে

আমরা যুবরাজকে চাই।

রণজিৎ

বলিস কি ?

হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিৎ

আর মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভুলে যাবি ?

সকলে

অন্নবিনে মরচি যে।

রণজিৎ

তোদের সর্দ্দার কোথায় ?

২ (গণেশকে দেখাইয়া)

এই যে আমাদের গণেশ সর্দ্দার।

রণজিৎ

ও নয়, তোদের বৈরাগী।

গণেশ

ঐ আস্‌চেন।

[ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

রণজিৎ

তুমি এই সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েচ ?

ধনঞ্জয়

ক্ষ্যাপাই বই কি, নিজেও ক্ষেপি

(গান)

আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ ক্ষ্যাপা সে ?
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কি যে বাজায় কোন্ বাতাসে ?
গেল রে গেল বেলা,
পাগলের কেমন খেলা ?
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা,
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে !

রণজিৎ

পাগ্‌লামি করে' কথা চাপা দিতে পার্‌বে না। খাজনা দেবে কি না, বল।

ধনঞ্জয়

না, মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ

দেবে না? এত বড় আস্পর্দ্ধা?

ধনঞ্জয়

যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পার্‌ব না।

রণজিৎ

আমার নয়?

ধনঞ্জয়

আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিৎ

তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়

ওরা ত ভয়ে দিয়ে ফেল্‌তে চায়, আমি বারণ করে' বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিৎ

তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে

রাখ্‌চ বই ত নয়। বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়্‌বে। তখন ওরা মর্‌বে যে। দেখ, বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়

যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েচি। দুঃখের উপরওয়ালা সেইখানে বাস করেন।

রণজিৎ (প্রজাদের প্রতি)

আমি তোদের বল্‌চি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা! বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

সকলে

আমাদের প্রাণ থাক্‌তে সে হবে না।

ধনঞ্জয়

(গান)

রইল বলে' রাখ্‌লে কা'রে ?
হুকুম তোমার ফল্‌বে কবে ?
টানাটানি টিঁক্‌বেনা, ভাই,
র'বার যেটা সেটাই র'বে।

রাজা, টেনে কিছুই রাখ্‌তে পার্‌বে না। সহজে রাখ্‌বার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চল্‌বে।

রণজিৎ

মানে কি হল ?

ধনঞ্জয়

যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে' যা রাখ্‌তে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিঁক্‌বে না।

গান

যা-খুসি তাই করতে পার,
গায়ের জোরে রাখ মার,
যাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে
তিনিই যা' স'ন সেটাই স'বে।

রাজা, ভুল করুচ এই, যে, ভাব্‌চ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হ'ল। ছেড়ে রাখ্‌লেই যা'কে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপ্‌তে গেলেই দেখ্‌বে সে ফস্‌কে গেচে।

(গান)

ভাব্‌চ, হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখ্‌বে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয়না যেটা সেটাও হ'বে।

রণজিৎ

মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে' রেখে দাও !

মন্ত্রী

মহারাজ—

রণজিৎ

আদেশটা তোমার মনের মত হচ্চে না ?

মন্ত্রী

শাসনের ভীষণ যন্ত্র ত তৈরি হয়েচে, তার উপরে ভয় আরো চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা

এ আমাদের সহ্য হবে না।

ধনঞ্জয়

যা বল্‌চি, ফিরে যা !

১

ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েচি, শোননি বুঝি ?

২

তাহলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব ?

ধনঞ্জয়

আমার জোরেই কি তোদের জোর ? একথা যদি বলিস তাহলে যে আমাকে সুদ্ধ দুর্ব্বল কর্‌বি।

গণেশ

ও কথা বলে' আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়

তবে আমার হার হয়েচে। আমাকে সরে' দাঁড়াতে হল।

সকলে

কেন ঠাকুর?

ধনঞ্জয়

আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি? এত বড় লোক্‌সান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে? বড় লজ্জা পেলুম।

১

সে কি কথা ঠাকুর? আচ্ছা, যা কর্‌তে বল তাই কর্‌ব!

ধনঞ্জয়

আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে' যা।

২

চলে' গিয়ে কি কর্‌ব? তুমি আমাদের ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে? আমাদের ভালোবাসো না?

ধনঞ্জয়

ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে' যা!

সকলে

আচ্ছা, ঠাকুর চল্লুম, কিন্তু—

ধনঞ্জয়

কিন্তু কি রে! একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যা, উপরে মাথা তুলে।

সকলে

আচ্ছা, তবে চলি।

ধনঞ্জয়

ওকে চলা বলে? জোরে!

গণেশ

চল্লুম, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে'।

[প্রস্থান।

রণজিৎ

কি বৈরাগী, চুপ করে' রইলে যে।

ধনঞ্জয়

ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে, রাজা।

রণজিৎ

কিসের ভাবনা?

ধনঞ্জয়

তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা কর্‌তে পার নি

আমি দেখ্‌চি তাই করে' বসে আছি। এতদিন ঠাউরে-ছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্চি; আজ মুখের উপর বলে' গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেচি।

রণজিৎ

এমনটা হয় কি করে'?

ধনঞ্জয়

ওদের যতই মাতিয়ে তুলেচি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি আর কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না ত। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে' দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁক্‌ড়ে থাকে।

রণজিৎ

ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে' জেনেচে।

ধনঞ্জয়

তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্য্যন্ত পৌঁছল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে আমি তাঁকে রেখেচি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ

রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা

দাও, আর দেবতার পূজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?

ধনঞ্জয়

ওরে বাপ্‌রে! বাজে না ত কি! দৌড় মেরে পালাতে পার্‌লে বাঁচি। আমাকে পূজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চল্‌ল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়্‌বে, দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিৎ

এখন তোমার কর্ত্তব্য?

ধনঞ্জয়

তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে' ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ

তবে আর দেরি কেন? সর না!

ধনঞ্জয়

আমি সরে' দাঁড়াই নেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ড-পালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে-দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়্‌বে ওদেরি মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সর্‌তে পারি নে।

রণজিৎ

নিজে সর্‌তে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্চি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে' রাখ।

ধনঞ্জয়

(গান)

তোর শিকল আমায় বিকল কর্‌বে না।
তোর মারে মরম মর্‌বে না।
তার আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,
তোদের ধরা আমায় ধর্‌বে না।
যে পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কি বল্?
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে?
তোর ডরে পরাণ ডর্‌বে না।

[ধনঞ্জয়কে লইয়া উদ্ধবের প্রস্থান।

রণজিৎ

মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিৎকে দেখে এসগে। যদি দেখ সে আপন কৃতকর্ম্মের জন্যে অনুতপ্ত, তাহলে—

মন্ত্রী

মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার—

রণজিৎ

না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

[রাজার প্রস্থান।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

(গান)

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ জলদগ্নি-নিদারুণ,

মরু-শ্মশান-সঞ্চর!

শঙ্কর শঙ্কর!

বজ্রঘোষ-বাণী, রুদ্র শূলপাণি,

মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,

শঙ্কর, শঙ্কর।

[প্রস্থান।

[উদ্ধবের প্রবেশ]

উদ্ধব

এ কি? যুবরাজের সঙ্গে দেখা না করেই মহারাজ চলে গেলেন?

মন্ত্রী

পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে' বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও যেতে পারছিলেন না, শিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠছিল না। যাই যুবরাজকে দেখে আসিগে।

[প্রস্থান ।

[দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ]

১

মাসী, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেচে ? কেন বল্‌চে যুবরাজ অন্যায় করেচেন—আমি এ বুঝ্‌তেও পারিনে, সইতেও পারিনে।

২

বুঝ্‌তে পারিসনে উত্তরকূটের মেয়ে হয়ে ? উনি নন্দি-সঙ্কটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

১

আমি জানিনে তাতে অপরাধ কি হয়েচে। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিনে যে যুবরাজ অন্যায় করেচেন।

২

তুই ছেলেমানুষ, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন

বুঝ্‌বি বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে' বোধ হয় তাদেরি বেশি সন্দেহ কর্‌তে হয়।

১

কিন্তু যুবরাজকে কি সন্দেহ কর্‌চ তোমরা?

২

সবাই বল্‌চে যে শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে' নিয়ে, উনি এখনি উত্তরকূটের সিংহাসন জয় কর্‌তে চান,—ওঁর আর তর সইচে না।

১

সিংহাসনের কি দর্‌কার ছিল ওঁর! উনি ত সবারই হৃদয় জয় করে' নিয়েচেন। যারা ওঁর নিন্দে কর্‌চে তাদেরই বিশ্বাস কর্‌ব আর যুবরাজকে বিশ্বাস কর্‌ব না?

২

তুই চুপ কর্। একরত্তি মেয়ে, তোর মুখে এসব কথা সাজে না। দেশসুদ্ধ লোক যাকে অভিসম্পাত কর্‌চে তুই হঠাৎ তার—

১

আমি দেশসুদ্ধ লোকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একথা বল্‌তে পারি যে—

২

চুপ্ চুপ্।

১

কেন চুপ ? আমার চোখ ফেটে জল বেরতে চায়। যুবরাজকে আমি সব-চেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ করবার জন্যে আমার যা-হয় একটা কিছু করতে ইচ্ছা করচে। আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানৎ করব—বল্‌ব, "বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুবরাজেরই জয়, যারা নিন্দুক তারা মিথ্যে !"

২

চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে শুন্‌তে পাবে। মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখ্‌চি !

[উভয়ের প্রস্থান।

[উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ]

১

কিছুতেই ছাড়্‌চিনে, চল রাজার কাছে যাই।

২

ফল কি হবে ? যুবরাজ যে রাজার বক্ষের মাণিক, তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝের থেকে রাগ করবেন আমাদের পরে।

১

করুন রাগ, স্পষ্ট কথা বল্‌ব কপালে যাই থাক।

৩

এ দিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কীর্ত্তি? হঠাৎ শিবতরাই তাঁর কাছে উত্তরকূটের চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌ল?

২

এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম্ম রইল কোথা? বল ত দাদা!

৩

কাউকে চেন্‌বার জো নেই।

১

রাজা ওকে শাস্তি না দেন ত আমরা দেব।

২

কি কর্‌বি?

১

এ দেশে ওঁর ঠাঁই হচ্চে না। যে পথ কেটেচেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেরিয়ে যেতে হবে।

৩

কিন্তু ঐ ত চবুয়া গাঁয়ের লোক বল্‌লে, তিনি শিবতরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যাচ্চে না।

১

রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েচে।

৩

লুকিয়েচে? ইস্, দেয়াল ভেঙে বের কর্‌ব।

১

ঘরে আগুন লাগিয়ে বের কর্‌ব।

৩

আমাদের ফাঁকি দেবে? মরি মর্‌ব তবু—

[উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী

কি হয়েচে?

১

লুকোচুরী চল্‌বে না। বের কর যুবরাজকে।

মন্ত্রী

আরে বাপু, আমি বের কর্‌বার কে?

২

তোমরাই ত মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে—পার্‌বে না কিন্তু, আমরা টেনে বের কর্‌ব!

মন্ত্রী

আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে আনো।

৩

গারদ থেকে ?

মন্ত্রী

মহারাজ তাকে বন্দী করেচেন।

সকলে

জয় মহারাজের, জয় উত্তরকূটের !

২

চল্ রে, আমরা গারদে ঢুকব, সেখানে গিয়ে—

মন্ত্রী

গিয়ে কি করবি ?

২

বিভূতির গলার মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওর গলায় ঝুলিয়ে আসব।

৩

গলায় কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ-কাটার হাতে দড়ি পড়বে।

মন্ত্রী

যুবরাজ পথ ভেঙেচেন বলে' অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙবে, তাতে অপরাধ নেই ?

২

আহা, ও যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি ত কি হবে?

মন্ত্রী

পায়ের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে' শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে' রাখ্‌চি। একটা ব্যবস্থা আগে করে' তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙ্‌তে হয়।

৩

আচ্ছা, তবে গারদ থাক্, রাজবাড়ির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি করে' আসিগে।

৩

ও ভাই, ঐ দেখ্! সূর্য্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ঐ চূড়াটা এখনো জ্বল্‌চে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েচে।

২

আর ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্য্যের আলো আঁক্‌ড়ে রয়েচে যেন ডোব্‌বার ভয়ে। কি রকম দেখাচ্চে।

[নাগরিকদের প্রস্থান।

মন্ত্রী

মহারাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে বলেছিলেন এখন বুঝেচি।

উদ্ধব

কেন ?

মন্ত্রী

প্রজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ভাল ঠেকচে না। লোকের উত্তেজনা কেবলি বেড়ে উঠচে।

[সঞ্জয়ের প্রবেশ]

সঞ্জয়

মহারাজকে বেশী আগ্রহ দেখাতে সাহস করলুম না. তাতে তাঁর সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী

রাজকুমার, শান্ত থাকবেন, উৎপাতকে আরো জটিল করে' তুলবেন না।

সঞ্জয়

বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী

তার চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধন মোচনের চিন্তা করুন।

সঞ্জয়

সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জান্‌তুম যুবরাজকে তারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে,—তাঁর বন্ধন ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসঙ্কটের খবর পেয়ে তারা আগুন হয়ে আছে।

মন্ত্রী

তবেই বুঝচেন, বন্দিশালাতেই যুবরাজ নিরাপদ।

সঞ্জয়

আমি চিরদিন তাঁরই অনুবর্ত্তী, বন্দিশালাতেও আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে দাও।

মন্ত্রী

কি হবে ?

সঞ্জয়

পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্দ্ধেক। আরেক জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী

রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল যেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাক্‌বার দর্‌কার হয় না। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই

বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ যেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয়

মন্ত্রী, এ ত তোমার নিজের কথা বলে' শোনাচ্চে না, এ যেন যুবরাজের মুখের কথা।

মন্ত্রী

তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার করি, অথচ ভুলে যাই তাঁর কি আমার।

সঞ্জয়

কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেচ, দূর থেকে তাঁরই কাজ করব। যাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী

কি করতে?

সঞ্জয়

শিবতরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

মন্ত্রী

সময় যে বড় সঙ্কটের, এখন কি—

সঞ্জয়

সেইজন্যেই এই ত উপযুক্ত সময়। [উভয়ের প্রস্থান।

[বিশ্বজিতের প্রবেশ]

বিশ্বজিৎ

ও কে ও? উদ্ধব বুঝি?

উদ্ধব

হাঁ, খুড়া মহারাজ।

বিশ্বজিৎ

অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, আমার চিঠি পেয়েচ ত?

উদ্ধব

পেয়েচি।

বিশ্বজিৎ

সেই-মত কাজ হয়েচে?

উদ্ধব

অল্প পরেই জান্‌তে পার্‌বে। কিন্তু—

বিশ্বজিৎ

মনে সংশয় কোরো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর কেউ যদি একাজ সাধন করে তাহলে তিনি বেঁচে যাবেন।

উদ্ধব

কিন্তু সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজিৎ

আমার সৈন্য আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দী করে' নিয়ে যাবে। দায় আমারই।

নেপথ্যে

আগুন, আগুন।

উদ্ধব

ঐ হয়েচে। বন্দীশালার সংলগ্ন পাকশালার তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েচে। এই সুযোগে বন্দী দুটিকে বের করে' দিই।

[কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ]

অভিজিৎ

এ কি দাদামশায় যে!

বিশ্বজিৎ

তোমাকে বন্দী করতে এসেচি। মোহনগড়ে যেতে হবে।

অভিজিৎ

আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না, না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবচ তোমরাই আগুন

লাগিয়েচ ? না, এ আগুন যেমন করেই হোক লাগ্‌ত। আজ আমার বন্দী থাক্‌বার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ

কেন, ভাই, কি তোমার কাজ ?

অভিজিৎ

জন্মকালের ঋণ শোধ কর্‌তে হবে। স্রোতের পথ্ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন কর্‌ব।

বিশ্বজিৎ

তার অনেক সময় আছে, আজ নয়।

অভিজিৎ

সময় এখনি এসেচে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আস্‌বে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিৎ

আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ

না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েচে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিৎ

তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা করে' আছে, তাদের ডাক্‌বে না ?

অভিজিৎ

যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুন্‌ত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুল্‌বে।

বিশ্বজিৎ

ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেচে যে।

অভিজিৎ

যেখান থেকে ডাক এসেচে সেইখান থেকে আলোও আস্‌বে।

বিশ্বজিৎ

তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেচ তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফির্‌তে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে' যাও যে, আবার মিলন ঘট্‌বে।

অভিজিৎ

তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।

[দুই জনের দুইপথে প্রস্থান।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

(গান)

আগুন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা
মূর্ত্তি দেখি নাই।
দুহাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে ?
একি আনন্দময় নৃত্য অভয়
বলিহারি যাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে, ভাই,
আগল যাবে সরে'
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি
দিবি রে ছাই করে'।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচ্‌বে রঙ্গে,
সকল দাহ মিট্‌বে দাহে,
ঘুচ্‌বে সব বালাই।

[বটুর প্রবেশ]

বটু

ঠাকুর, দিন ত গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জয়

বাবা, বাইরের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস, তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি!

বটু

ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে, কিন্তু যন্ত্ররাজ কি তাঁরও হাত পা যন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিলে?

ধনঞ্জয়

ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বটু

ভরসা দাও, প্রভু, বড় ভয় ধরিয়েচে।—জাগো, ভৈরব, জাগো! আলো নিবেচে, পথ ডুবেচে, সাড়া পাইনে মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে! জাগো, ভৈরব, জাগো! [প্রস্থান।

[উত্তরকূটের নাগরিক দলের প্রবেশ]

১

মিথ্যে কথা! রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেখেচে।

২

দেখ্‌ব, কোথায় লুকিয়ে রাখে।

ধনঞ্জয়

না, বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখ্‌তে। পড়্‌বে দেয়াল, ভাঙ্‌বে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আস্‌বে—সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে।

১

এ আবার কে রে? বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চম্‌কিয়ে দিলে।

৩

তা বেশ হয়েচে। একজন কাউকে চাই। তা এই বৈরাগীটাকেই ধর। ওকে বাঁধ।

ধনঞ্জয়

যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে' আছে তাকে ধর্‌বে কি করে'?

১

সাধুগিরি রাখ, আমরা ও সব মানিনে।

ধনঞ্জয়

না মানাই ত ভালো। প্রভু স্বয়ং হাতে ধরে' তোমাদের মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব

অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে খোয়ালে। আমাকে সুদ্ধ তারা মানার তাড়ায় দেশ ছাড়া করেচে।

১

তাদের গুরু কে?

ধনঞ্জয়

যার হাতে তারা মার খায়।

১

তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই সুরু করি-না কেন?

ধনঞ্জয়

রাজি আছি, বাবা। দেখে নিই ঠিকমত পাঠ দিতে পারি কি না। পরীক্ষা হোক্।

২

সন্দেহ হচ্চে তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু চালাকী করেচ।

ধনঞ্জয়

তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকী আমাকে নিয়ে।

২

দেখ্‌লি ত, কথাটার মানে আছে। দুজনে একটা কি ফন্দি চল্‌ছে।

১

নইলে এত রাত্রে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? যুবরাজকে শিবতরাইয়ে সরাবার চেষ্টা। এইখানেই ওকে বেঁধে রেখে যাই। তার পরে যুবরাজের সন্ধান পেলে ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া করব। ওহে, কুন্দন, বাঁধ না। দড়িগাছটা ত তোমার কাছেই আছে।

কুন্দন

এই নাও না দড়ি, তুমিই বাঁধ না।

২

ওরে, তোরা কি উত্তরকূটের মানুষ? দে, আমাকে দে! (বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন হে, গুরু কি বল্‌চেন?

ধনঞ্জয়

কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়্‌চেন না।

[ভৈরব পন্থীর প্রবেশ]

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর।

বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর শঙ্কর।

[প্রস্থান।

কুন্দন

ঐ দেখ চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আস্‌চে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠ্‌চে।

১

দিনের বেলায় ও সূর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেচে। ওকে ভূতের মত দেখাচ্চে।

কুন্দন

বিভূতি তার কীর্ত্তিটাকে এমন করে' গড়্‌ল কেন ভাই? উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাক্‌বার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মত।

[৪র্থ নাগরিকের প্রবেশ]

৪

খবর পাওয়া গেল, ঐ আমবাগানের পিছনে রাজার শিবির পড়েচে, সেখানে যুবরাজকে রেখে দিয়েচে।

২

এতক্ষণে বোঝা গেল। তাই বটে বৈরাগী এই পথেই ঘুরুচে। ও থাক্ এইখানে বাঁধা পড়ে'। ততক্ষণ দেখে আসি। [প্রস্থান।

ধনঞ্জয়

(গান)

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,
গুণী মোর ও গুণী ?
বাঁধাবীণা রইবে পড়ে' এম্‌নি ভাবে,
গুণী মোর, ও গুণী ?
তাহ'লে হার হ'ল যে হার হ'ল
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হ'ল
গুণী মোর, ও গুণী !
বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,
তাহ'লেই সুর জাগে,
গুণী মোর, ও গুণী !
না হলে ধূলায় পড়ে' লাজ কুড়াবে।

[নাগরিকদের পুনঃ প্রবেশ]

১

এ কি কাণ্ড ?

২

খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরীসুদ্ধ মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন! এর মানে কি হল?

কুন্দন

উত্তরকূটের রক্ত ত ওঁর শিরায় আছে। পাছে এখানে যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর করে' বন্দী করে' নিয়ে গেচেন।

১

ভারি অন্যায়। এ'কে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাজকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না?

২

এর উচিত বিধান হচ্চে—বুঝলে, দাদা—

১

হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন

আর জানিস্ ত, ভাই, ওঁর গোষ্ঠে কিছু না হবে ত পঁচিশ হাজার গোরু আছে।

২

তার সব কটি গুণে নিয়ে তবে—কি অন্যায়! অসহ্য অন্যায়!

৩

আর ওঁদের সেই জাফরানের ক্ষেত, তার থেকে অন্তত পক্ষে বৎসরে—

২

হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু এখন এই বৈরাগীকে নিয়ে কি করা যায়?

১

ও ঐখানেই থাক্‌না পড়ে'। [প্রস্থান।

ধনঞ্জয়ের গান

ফেলে রাখ্‌লেই কি পড়ে র'বে? (ও অবোধ)
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)
ওযে কোন্ রতন তা দেখ্‌না ভাবি,
ওর পরে কি ধূলোর দাবী?
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার
হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে।
ওর খোঁজ পড়েচে জানিস্ নে তা?
তাই দূত বেরল হেথা সেথা।
যারে কর্‌লি হেলা সবাই মিলি,
আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,
যারে দরদ দিলি, তার ব্যথা কি
সেই দরদীর প্রাণে স'বে?

[কুন্দনের পুনঃ প্রবেশ]

কুন্দন

ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি,—অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনি বাড়ি পালাও। কি জানি আজ রাত্রে—

ধনঞ্জয়

কি জানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে সেইজন্যেই ত বাড়ি পালাবার জো নাই।

কুন্দন

এখানে তোমার ডাক কোথায়?

ধনঞ্জয়

উৎসবের শেষ পালাটায়।

কুন্দন

তুমি শিবতরাইয়ের মানুষ হয়ে উত্তরকূটের—

ধনঞ্জয়

ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল বাকি আছে।

নেপথ্যে

জাগো, ভৈরব, জাগো!

কুন্দন

আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, চল্লেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

[উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের প্রবেশ]

১

এখন কোন্ দিকে যাই? নওসাঙুতে যারা ছাগল চরায় তারা ত বল্‌লে, তারা দেখেচে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন।

২

আজ-রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের কর্‌তেই হবে মহারাজের হুকুম।

১

মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে' কথা উঠেচে। কিন্তু অম্বা পাগ্‌লীর কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্চে সে যাকে দেখেচে সে আমাদের যুবরাজ—আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেচেন।

২

কিন্তু এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোঝা যাচ্চে না।

১

আলো না হলে আমরা ত এক পা এগতে পার্‌ব না। কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে' আনিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

[একজন পথিকের প্রবেশ]

পথিক (চীৎকার করিয়া)

ওরে বুধ—ন, শম্ভু—উ! বিপদে ফেল্‌লে। আমাকে এগিয়ে দিলে, বল্‌লে, চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধর্‌বে। কারো দেখা নেই। অন্ধকারে ঐ কালো যন্ত্রটা ইসারা কর্‌চে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বুধন'না কি?

২ পথিক

আমি নিম্‌কু, বাতিওয়ালা। রাজধানীতে সমস্ত রা'ত আলো জল্‌বে, বাতির দর্‌কার। তুমি কে?

১ পথিক

আমি হুব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখ্‌তে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল?

নিম্‌কু

অনেক মানুষ আস্‌চে, কাকে চিন্‌ব?

হুব্বা

অনেক মানুষের মধ্যে তাকে ধোরো না, আমাদের আন্দু। সে একেবারে আস্ত একখানি মানুষ—ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না—সবাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ঐ ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি

বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দাও না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দর্‌কার বেশি।

নিম্‌কু

দাম কত দেবে?

হুব্বা

দামই যদি দিতে পার্‌তুম তবে ত তোমার সঙ্গে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে স্বর বের কর্‌ব কেন?

নিম্‌কু

রসিক বট হে! [প্রস্থান।

হুব্বা

বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে' চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই, ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায়।—উঃ, ঝিঁঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিমঝিম কর্‌চে। নাঃ, বাতিওয়ালার সঙ্গে রসিকতা না করে' ডাকাতি কর্‌লে কাজে লাগ্‌ত।

[আরেকজন পথিকের প্রবেশ]

পথিক

হেইয়ো!

হুব্বা

বাবারে, চম্‌কিয়ে দাও কেন?

পথিক

এখন চল !

হুব্বা

চল্‌ব বলেই ত বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চল্‌তে গিয়ে কি রকম অচল হয়ে পড়্‌তে হয় সেই তত্বটা মনে মনে হজম কর্‌বার চেষ্টা কর্‌চি।

পথিক

দলের লোক তৈরী আছে এখন তুমি গিয়ে জুট্‌লেই হবে।

হুব্বা

কথাটা কি বল্‌লে? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ্ অভ্যেস আছে পষ্ট কথা না হলে বুঝ্‌তেই পারিনে। দলের লোক বল্‌চ কাকে?

পথিক

আমরা চবুয়া গাঁয়ের লোক, পষ্ট বোঝাবার বদ্ অভ্যেসে হাত পাকিয়েচি। (ধাক্কা দিয়া) এইবার বুঝ্‌লে ত?

হুব্বা

উঃ, বুঝেচি। ওর সোজা মানে হচ্চে, আমাকে চল্‌তেই হবে মর্জ্জি থাক্ আর না থাক্। কোথায় চল্‌ব?

এবার একটু মোলায়েম করে' জবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধাক্কাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

পথিক

শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

হুব্বা

শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যারাত্রে? সেখানে পালাটা কিসের?

পথিক

নন্দিসঙ্কটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার পালা।

হুব্বা

ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখ্‌তে পাচ্চ না বলেই এত বড় শক্ত কথাটা বল্‌লে। আমি হচ্চি—

পথিক

তুমি যেই হও না কেন, দুখানা হাত আছে ত?

হুব্বা

নেহাৎ না থাক্‌লে নয় বলেই আছে নইলে একে কি—

পথিক

হাতের পরিচয় মুখের কথায় হয় না, যথাস্থানেই হবে, এখন ওঠ্‌।

[দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ]

২ পথিক

ঐ আরেকজন লোককে পেয়েচি, কঙ্কর।

কঙ্কর

লোকটা কে ?

৩

আমি কেউ না, বাবা, আমি লছ্‌মন, উত্তরভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই।

কঙ্কর

সে ত ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চল শিবতরাই।

লছ্‌মন

যাব ত, কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা—

কঙ্কর

বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন।

লছ্‌মন

দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে ভুগ্‌চে।

কঙ্কর

তুমি চলে' গেলে তার রোগ হয় সার্‌বে, নয় সে মর্‌বে; তুমি থাক্‌লেও ঠিক তাই হত।

হুব্বা

ভাই লছ্‌মন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই, আমি একটু আভাস পেয়েচি।

কঙ্কর

ঐ যে, নরসিঙের গলা শোনা যাচ্চে। কি নরসিং খবর ভালো ত?

[কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ।]

নরসিং

এই দেখ, দল জুটিয়ে এনেচি। আরো কয়দল আগেঃ রওনা হয়েচে।

কঙ্কর

তা হলে চল, পথের মধ্যে আরো কিছু কিছু জুটবে।

দলের একজন

আমি যাব না।

কঙ্কর

কেন যাবে না? কি হয়েচে?

উক্তব্যক্তি

কিচ্ছু হয় নি, আমি যাব না।

কঙ্কর

লোকটার নাম কি, নরসিং ?

নরসিং

ওর নাম বনোয়ারি, পদ্মবীজের মালা তৈরি করে।

কঙ্কর

আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই—কেন যাবে না বল ত ?

বনোয়ারি

প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।

কঙ্কর

আচ্ছা, না হয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে ?

বনোয়ারি

আমি অন্যায় করতে পারব না।

কঙ্কর

ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতন্ত্র্য যেখানে সেইখানেই অন্যায় হচ্চে অন্যায়। উত্তরকূট বিরাট, তার অংশরূপে যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি

উত্তরকূটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। উত্তরকূটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

কঙ্কর

ওহে নরসিং, লোকটা তর্ক করে যে! দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ আর নেই।

নরসিং

শঙ্কু কাজে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। তাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছি।

বনোয়ারি

তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাক্‌ব, কোনো কাজে লাগ্‌ব না।

কঙ্কর

উত্তরকূটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জ্জন কর্‌বার উপায় খুঁজ্‌চি।

হুব্বা

বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে' সব কথা বুঝ্‌তে চাও বলেই, যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয় তাদের প্রণালীটা কায়দা করে' নাও, নয় নিজের প্রণালীটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে' থাক।

বনোয়ারি

তোমার প্রণালীটা কি ?

ছব্বা

আমি গান গাই। সেটা এখানে খাট্‌বে না বলেই স্থব বেব কর্‌চি নে—নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম।

কঙ্কব

(বনোয়ারির প্রতি)

এখন তোমার অভিপ্রায় কি ?

বনোয়াবি

আমি এক পা নড়্‌ব না।

কঙ্কব

তাহলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে।

ছব্বা

একটা কথা বলি, কঙ্কর দাদা, রাগ কোরো না। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে যে জোরটা খবচ কর্‌বে সেইটে বাঁচাতে পার্‌লে কাজে লাগ্‌ত।

কঙ্কর

উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাক্‌তে এই কথাটা বুঝে দেখো।

হুব্বা

এরি মধ্যে বুঝে নিয়েচি।

[নরসিং ও কঙ্কর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান।]

নরসিং

ঐ যে বিভূতি আস্‌চে। যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

[বিভূতির প্রবেশ]

কঙ্কর

কাজ অনেকটা এগিয়েচে, লোকও কম জোটে নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিয়ে সবাই যে উৎসব কর্‌বে।

বিভূতি

উৎসবে আমার সখ নেই।

নরসিং

কেন বল ত?

বিভূতি

আমার কীর্ত্তি খর্ব্ব কর্‌বার জন্যেই নন্দি-সঙ্কটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌঁছল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা চল্‌চে।

কঙ্কর

কার প্রতিযোগিতা, যন্ত্ররাজ?

বিভূতি

নাম করতে চাইনে, সবাই জানো। উত্তরকূটে তাঁর বেশি আদর হবে, না আমার, এই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। একটা কথা তোমাদের জানা নেই, এর মধ্যে আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল আমার মন ভাঙাতে; আমার মুক্তধারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসন-বাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নরসিং

এত বড় কথা?

কঙ্কর

তুমি সহ্য করলে, বিভূতি?

বিভূতি

প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কঙ্কর

কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো? তুমিই ত বলেছিলে বাঁধের বন্ধন দুই এক জায়গায় আল্‌গা আছে, তার সন্ধান জানলে অল্প একটুখানিতেই—

বিভূতি

সন্ধান যে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিদ্র খুলতে গেলে তার রক্ষা নেই, বন্যায় তখনি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিং

পাহারা রাখ্‌লে ভালো কর্‌তে না ?

বিভূতি

সে ছিদ্রের কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্চেন। বাঁধের জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আপাতত ঐ নন্দিসঙ্কটের পথটা আট্‌কে দিতে পার্‌লে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কঙ্কর

তোমার পক্ষে এ ত কঠিন নয়।

বিভূতি

না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুস্কিল এই যে, ঐ গিরিপথটা সঙ্কীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিং

বাধা কত দেবে ? মর্‌তে মর্‌তে গেঁথে তুল্‌ব।

বিভূতি

মর্‌বার লোক বিস্তর চাই।

কঙ্কর

মার্‌বার লোক থাক্‌লে মর্‌বার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে

জাগো, ভৈরব, জাগো।

[ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

কঙ্কর

ঐ দেখ, আবার মুখে অযাত্রা।

বিভূতি

বৈরাগী, তোমাদের মত সাধুরা ভৈরবকে এ পর্য্যন্ত জাগাতে পার্‌লে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমিই ভৈরবকে জাগাতে চলেচি।

ধনঞ্জয়

সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি

এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জ্বালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়

না, তোমারা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়্‌বার জন্যে জাগ্‌বেন।

বিভূতি

সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি।

ধনঞ্জয়

সব চেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয় তখনি তাঁর সময় আসে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

(গান)

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শঙ্কর, শঙ্কর।

[প্রস্থান।

[রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী

মহারাজ, শিবির একেবারে শূন্য, অনেকখানি পুড়েচে। অল্প কয়জন প্রহরী ছিল, তারা ত—

রণজিৎ

তারা যেখানেই থাক না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই।

কঙ্কর

মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবী করি।

রণজিৎ

শাস্তির যে যোগ্য তার শাস্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা করে' থাকি ?

কঙ্কর

তাঁকে খুঁজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েচে।

রণজিৎ

কি ! সংশয় ! কার সম্বন্ধে ?

কঙ্কর

ক্ষমা করবেন, মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্চে ততই তাদের অধৈর্য্য এত বেড়ে উঠ্ছে যে, যখন তাকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তির জন্যে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

বিভূতি

মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসঙ্কটের ভাঙা দুর্গ গড়ে' তোল্‌বার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিৎ

আমার হাতে কেন রাখ্‌তে পার্‌লে না ?

বিভূতি

যেটা আপনারই বংশের অপকীর্ত্তি, তাতে আপনার গোপন সম্মতি আছে এ রকম সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মন্ত্রী

মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন একদিকে আত্ম-শ্লাঘায় অন্যদিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্য্যের দ্বারা অধৈর্য্যকে উদ্দাম করে' তুল্‌বেন না।

রণজিৎ

ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে? ধনঞ্জয় বৈরাগী?

ধনঞ্জয়

বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখ্‌চি।

রণজিৎ

যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনঞ্জয়

না, মহারাজ, যা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখতে পারিনে, তাই বিপদে পড়ি।

রণজিৎ

তবে এখানে কি করচ?

ধনঞ্জয়

যুবরাজের প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নেপথ্যে

সুমন, বাবা সুমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজা

ও কে ও?

মন্ত্রী

সেই অম্বা পাগলী।

[অম্বার প্রবেশ]

অম্বা

কই, সে ত ফিরল না।

রণজিৎ

কেন খুঁজচ তাকে? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।

অম্বা

ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না? চুপিচুপি? গভীর রাত্রে?—সুমন, সুমন।

[প্রস্থান।

[চবেব প্রবেশ]

চর

শিবতবাই থেকে হাজার হাজাব লোক চলে আস্‌চে।

বিভূতি

সে কি কথা? আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদেব নিবস্ত্র কবৃব এই ত ঠিক ছিল। নিশ্চয তোমাদেব কোনো বিশ্বাস-ঘাতক তাদেব খবব দিযেচে। কঙ্কব, তোমবা কযজন ছাড়া ভিতবেব কথা কেউ ত জানে না। তা হলে কি কবে'—

কঙ্কর

কি বিভূতি। আমাদেবও সন্দেহ কব না কি?

বিভূতি

সন্দেহ কবাব সীমা কোথাও নেই।

কঙ্কব

তাহলে আমবাও তোমাকে সন্দেহ কবি।

বিভূতি

সে অধিকাব তোমাদেব আছে। যাই হোক সময হলে এব একটা বোঝা-পড়া করতে হবে।

রণজিৎ (চরেব প্রতি)

তাবা কি অভিপ্রাযে আসচে তুমি জান?

চর

তারা শুনেচে—যুবরাজ বন্দী হয়েচেন, তাই পণ করেচে তাঁকে খুঁজে বের করবে। এখান থেকে মুক্ত করে' তাঁকে ওরা শিবতরাইয়ের রাজা করতে চায়।

বিভূতি

আমরাও খুঁজ্‌চি যুবরাজকে, আর ওরাও খুঁজ্‌চে, দেখি কার হাতে পড়েন।

ধনঞ্জয়

তোমাদের দুই দলেরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই।

চর

ঐ যে আস্‌চে শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দ্দার।

[গণেশের প্রবেশ]

গণেশ (ধনঞ্জয়ের প্রতি)

ঠাকুর, পাব ত তাঁকে ?

ধনঞ্জয়

হাঁ রে, পাবি।

গণেশ

নিশ্চয় করে' বল।

ধনঞ্জয়

পাবি রে।

রণজিৎ

কাকে খুঁজ্‌ছিস্‌?

গণেশ

এই যে, রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণজিৎ

কা'কে রে?

গণেশ

আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে' রাখ্‌বে? ওকেও?

ধনঞ্জয়

মানুষ চিন্‌লিনে, বোকা? ওকে আটক করে এমন সাধ্য আছে কার?

গণেশ

ওকে আমাদের রাজা করে' রাখ্‌ব।

ধনঞ্জয়

রাখ্‌বি বই কি। ও রাজবেশ পরে' আস্‌বে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

(গান)

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ,
জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর, শঙ্কর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর, শঙ্কর।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে

মা ডাকে, মা ডাকে! ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয়!

বিভূতি

ও কি শুনি? ও কিসের শব্দ?

ধনঞ্জয়

অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্‌ খিল্‌ করে' হেসে উঠ্‌ল যে।

বিভূতি

আঃ থাম না, শব্দটা কোন্‌ দিকে বল ত?

নেপথ্যে

জয় হোক্, ভৈরব !

বিভূতি

এ ত স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ।

ধনঞ্জয়

নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।

বিভূতি

শব্দ বেড়ে উঠ্‌চে যে, বেড়ে উঠ্‌চে।

কঙ্কর

এ যেন—

নরসিং

বোধ হচ্চে যেন—

বিভূতি

হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙ্‌লে ?—কে ভাঙ্‌লে ?—তার নিস্তার নেই।

[**কঙ্কর, নরসিং ও বিভূতির দ্রুত প্রস্থান।**

রণজিৎ

মন্ত্রী, এ কি কাণ্ড ?

ধনঞ্জয়

বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েচে।

(গান)

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে '

হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ যেন—

রণজিৎ

হাঁ, এ যেন তারি—

মন্ত্রী

তিনি ছাড়া আব ত কারো—

রণজিৎ

এমন সাহস আর কার ?

ধনঞ্জয

(গান)

নাচে রে নাচে চরণ নাচে,

প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

রণজিৎ

শাস্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু এইসব উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে—আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন।

গণেশ

প্রভু, ব্যাপার কি হল কিছু ত বুঝ্‌তে পার্‌চি নে।

ধনঞ্জয়

(গান)

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে,
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

রণজিৎ

ঐ পায়ের শব্দ শুন্‌চি যেন! অভিজিৎ, অভিজিৎ!

মন্ত্রী

যেন আস্‌চেন!

ধনঞ্জয়

(গান)

মরমে মরমে বেদনা ফুটে,
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।

[সঞ্জয়ের প্রবেশ]

রণজিৎ

এ যে সঞ্জয়। অভিজিৎ কোথায়?

সঞ্জয়

মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।

রণজিৎ

কি বল্‌চ, কুমার!

সঞ্জয়

যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেচেন।

রণজিৎ

বুঝেছি, সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েচেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন?

সঞ্জয়

না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ঐখানেই যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তাঁর জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলুম, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্য্যন্ত যেতে দিলেন না।

রণজিৎ

কি হল আরেকটু বল।

সঞ্জয়

ঐ বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কি করে' তিনি জেনে-

ছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাস্থরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাস্থর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে চলে' গেল।

গণেশ

যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তাহলে তাঁকে কি আর পাব না।

ধনঞ্জয়

চিরকালের মত পেয়ে গেলি।

[ভৈরবপন্থীর প্রবেশ—

গান

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শঙ্কর শঙ্কর।
তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি নিদারুণ,

মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর।

বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শঙ্কর শঙ্কর।

—